সূরা আল-হিজর:৪র্থ রুকুঃ আয়াত সংখ্যাঃ(৪৫-৬০)

Sisters'foruminislam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ الۡمُتَّقِیۡنَ فِیۡ جَنّٰتٍ وَّ عُیُوۡنٍ ৪৫ : ১৫

৪৫. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও প্রস্রবণসমূহের মধ্যে।

জাহান্নাম ও জাহান্নামবাসীদের পর জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে মানুষ উৎসাহিত হয়। মুত্তাকীন (সাবধানী) বলতে শিরক হতে পবিত্র তওহীদবাদীদের বুঝানো হয়েছে। আবার কারো নিকট এমন মু' মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা সকল পাপ হতে পবিত্র ছিল। যারা শয়তানের পদানুসরণ থেকে দূরে থেকেছে এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর বন্দেগী ও দাসত্বের জীবন যাপন করেছে।

جنة বলতে উদ্যান বা বাগান ও عيون বলতে ঝর্ণাকে বুঝানো হয়েছে। এই বাগান ও ঝর্ণায় সকল জান্নাতীর শরীকানাভুক্ত হবে। অথবা প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক একাধিক বাগান ও ঝর্ণা হবে, অথবা একটি করে বাগান ও একটি করে ঝর্ণা হবে।

اِنَّ الۡمُتَّقِیۡنَ فِیۡ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও ঝর্নাধারার মধ্যে,

فِیۡ مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِنۡدَ مَلِیۡكٍ مُّقۡتَدِرٍ যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহাঅধিপতি (আল্লাহ্)র সান্নিধ্যে। সূরা ক্বামারঃ ৫৪-৫৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:"জান্নাতে পানির সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর এবং মদের (পবিত্র পানীয়) সাগর রয়েছে; আর তা থেকেই পরবর্তীতে অন্যান্য নদী বা ঝরনাগুলো প্রবাহিত হয়েছে।" (জামে আত-তিরমিযী ২৫৭১

সহীহ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী, জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন:"তোমাদের জন্য এখন থেকে চিরকাল সুস্থ থাকা নির্ধারিত হলো, তোমরা কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে, কখনো মারা যাবে না। তোমরা চিরদিন যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। এবং তোমরা চিরকাল নেয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকবে, কখনো দুঃখ-কষ্ট তোমাদের স্পর্শ করবে না।"

জান্নাতে সর্বনিম্ন স্তরের বা সবচেয়ে কম মর্যাদার ব্যক্তির পুরস্কার হলো পুরো পৃথিবীর চেয়ে ১০ গুণ বড় একটি রাজ্য বা জান্নাত।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতে সবচেয়ে কম মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি তোমার দীর্ঘাশা অনুযায়ী চাও। সে বারবার তার ইচ্ছা প্রকাশ করবে এবং তাকে বলা হবে যে, তোমার সব চাওয়া পূরণ করা হয়েছে এবং এর সাথে আরও ১০ গুণ বেশি তোমাকে দেওয়া হলো।

১৫ : ৪৬ اُدۡخُلُوۡهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِیۡنَ

৪৬. তাদেরকে বলা হবে, তোমরা শান্তিতে নিরাপত্তার সাথে এতে প্রবেশ কর।

আয়াতের গভীর তাৎপর্য

১. দ্বিমুখী সুসংবাদ: এখানে জান্নাতীদের দুটি বড় নেয়ামতের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে:

সালাম বা শান্তি (بِسَلٰمٍ): এর অর্থ তারা দুনিয়ার সব রকম কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, ক্লান্তি ও পেরেশানি থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে শান্তিতে থাকবে।

আমান বা নিরাপত্তা (ءَامِنِينَ): এর অর্থ তাদের মনে কোনো ভয় থাকবে না। বিশেষ করে—জান্নাত থেকে কখনো বের করে দেওয়ার ভয় বা সেখানে কোনো নেয়ামত ফুরিয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকবে না।

২. সম্মানজনক অভ্যর্থনা: ফেরেশতারা অত্যন্ত মার্জিত ও সম্মানজনকভাবে তাদের স্বাগত জানিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আর যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা জান্নাতের কাছে আসবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভাল ছিলে সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। যুমারঃ৭৩

কোথায়ও বলা হয়েছে, “নিশ্চয় সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে, উপভোগ করবে তা যা তাদের রব তাদেরকে দেবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।” [সূরা আয-যারিয়াতঃ ১৫-১৯]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরো বলেছেনঃ “মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে— উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে; আমি তাদেরকে সংগিনী দান করব আয়তলোচনা হুর, সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন- আপনার রব নিজ অনুগ্রহে। এটাই তো মহাসাফল্য। [সূরা আদ-দুখানঃ ৫১-৫৭]

১৫ : ৪৭ وَ نَزَعۡنَا مَا فِیۡ صُدُوۡرِهِمۡ مِّنۡ غِلٍّ اِخۡوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِیۡنَ

৪৭. আর আমরা তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করব তারা ভাইয়ের মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে.

১৫ : ৪৮ لَا یَمَسُّهُمۡ فِیۡهَا نَصَبٌ وَّ مَا هُمۡ مِّنۡهَا بِمُخۡرَجِیۡنَ

৪৮. সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিস্কৃতও হবে না

نَبِّئۡ عِبَادِیۡۤ اَنِّیۡۤ اَنَا الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ ১৫ : ৪৯

৪৯. আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয় আমিই পরম ক্ষমাশীল, পরম দিয়ালু।

وَ اَنَّ عَذَابِیۡ هُوَ الۡعَذَابُ الۡاَلِیۡمُ ১৫ : ৫০

৫০. আর নিশ্চয় আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি!

জান্নাতে প্রবেশের পর মুত্তাকী বান্দাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সামাজিক পরিবেশ কেমন হবে, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে সেই পরম শান্তির চিত্র তুলে ধরেছেন।

অন্তর সম্পূর্ণ পবিত্র করা:

দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, ভুল বোঝাবুঝি বা কোনো কারণে ক্ষোভ বা মলিনতা (غِلّ) তৈরি হতে পারে। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের ঠিক পূর্বে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের অন্তর থেকে এই সব ধরণের হিংসা ও অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষোভ পুরোপুরি মুছে দেবেন।

তাদের অন্তর এতটাই স্বচ্ছ ও নির্মল হয়ে যাবে যে, তারা একে অপরের পরম বন্ধু ও ভাই ভাই (إِخْوَانًا) হয়ে বসবাস করবে। সেখানে কোনো পরশ্রীকাতরতা থাকবে না।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মু'মিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার পর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলের কাছে আটকানো হবে। সেখানে দুনিয়াতে তাদের একজন অপরজনের উপর যে সমস্ত অত্যাচার করেছে সেগুলোর কেসাস নেয়া হবে। তারপর যখন তারা সম্পূর্ণভাবে সাফ ও স্বচ্ছ হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে ঢুকার অনুমতি দেয়া হবে। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তাদের প্রত্যেকে দুনিয়ায় তাদের অবস্থানস্থলের চেয়েও বেশী ভালোভাবে জান্নাতে তাদের অবস্থানস্থলের পথ পেয়ে যাবে।" [বুখারীঃ ৬৫৩৫]

সহীহ বুখারীর (হাদীস নং ২৪৪০) একটি বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সময়টির কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন পুলসিরাত পার হওয়ার পর:

মুমিন বান্দারা যখন সফলভাবে জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাত পার হয়ে আসবে, তখন তাদের জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের একটি সেতু বা পুলের ওপর থামানো হবে। এই স্থানটিকে হাদীসের পরিভাষায় 'কানত্বারাহ' বা অন্তর্বর্তীকালীন সেতু বলা হয়। এটি মূলত মুমিনদের পারস্পরিক অধিকার (হক্কুল ইবাদ) আদায়ের এবং আত্মিক পরিশোধনের চূড়ান্ত মঞ্চ।

দুনিয়াতে বেঁচে থাকার সময় মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে যে ছোটখাটো ক্ষোভ, অধিকার বা মনস্তাত্ত্বিক কাদা-ছোড়াছুড়ি ছিল, এই সেতুটির ওপর তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হবে। যখন তাদের অন্তর পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন, নির্মল ও পবিত্র হয়ে যাবে, কেবল তখনই তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। কারণ জান্নাত হলো সম্পূর্ণ পবিত্র জায়গা, সেখানে সামান্যতম মলিনতা নিয়েও কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

যেভাবে নিষ্পত্তি করা হবে---------

সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী, এই স্থানে মুমিনদের একে অপরের বিরুদ্ধে থাকা ছোটখাটো পাওনা বা জুলুমের প্রতিশোধ (ক্বিসাস) নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে এই প্রতিশোধ জাহান্নামীদের মতো হবে না। হাদীসের ভাষা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুমিনরা যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলে (সেতুতে) তাদের আটকে দেওয়া হবে। এরপর দুনিয়াতে তাদের পরস্পরের মধ্যে যে একে অপরের ওপর জুলুম করেছিল, তার প্রতিশোধ একে অপরের থেকে নেওয়া হবে।

"<u>উদারতা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার:</u> তাফসীরবিদগণ বলেন, যেহেতু তারা সবাই জান্নাতী, তাই এখানে কেউ কারও নেকী কেড়ে নিয়ে তাকে দেউলিয়া করবে না। বরং আল্লাহ তাআলা মজলুমকে (যার ওপর জুলুম করা হয়েছিল) জান্নাতের এমন বিশাল নেয়ামত ও প্রাসাদ দেখাবেন যে, সে সানন্দে তার মুমিন ভাইকে ক্ষমা করে দেবে।

<u>সামাজিক মর্যাদা ও আড্ডা:</u>

জান্নাতবাসীরা একা একা বিষণ্ন থাকবে না। তারা সুন্দর সুসজ্জিত সোফা বা আসনে (عَلَىٰ سُرُرٍ) একে অপরের মুখোমুখি (مُّتَقَٰبِلِينَ) হয়ে বসবে, আনন্দঘন ও গৌরবময় আলাপচারিতায় লিপ্ত হবে। মুখোমুখি বসা সম্মান, আন্তরিকতা ও গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

জান্নাতবাসীগণ আসনে অবস্থান করবে। একে অপরের মুখোমুখি হয়ে আনন্দিত অবস্থায় বসবে। কুরআনের অন্যত্র এ আসনগুলোর বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে,

“বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে; এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। স্বর্ণ-খচিত আসনে ওরা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে [সূরা আল-ওয়াকি’আহঃ ১৩-১৬]

“ওরা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।” [সূরা আর-রাহমানঃ ৭৬]

“সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকবে পানপত্র, সারি সারি উপাধান, এবং বিছানা গালিচা।” [সূরা আল গাশিয়াহঃ ১১-১৬]

<u>শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিহীন জীবন:</u>

দুনিয়াতে যেকোনো বড় আনন্দের মাঝেও একটা সময়ে মানুষ ক্লান্ত (নাসাব বা নসব) হয়ে পড়ে। কিন্তু জান্নাত এমন এক স্থান, যেখানে অনন্তকাল ভোগ-বিলাসের পরও মানুষের শরীর বা মনে কোনো ধরণের ক্লান্তি, অবসাদ বা একঘেয়েমি আসবে না।

<u>এ আয়াত থেকে জান্নাতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জানা গেলঃ</u>

প্রথমতঃ সেখানে কেউ কোন ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না। অন্য আয়াতেও তা বলা হয়েছে, “যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।” [সূরা সাবাঃ ৩৫] দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই, বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোন না কোন সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন।

দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নেয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোন সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিস্কৃতও করা হবে না।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ (إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ) অর্থাৎ, “এ হচ্ছে আমাদের রিযক, যা কোন সময় শেষ হবে না।” [সূরা সোয়াদঃ ৫৪] আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ (وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) অর্থাৎ, তাদেরকে কোন সময় এসব নেয়ামত ও সুখ থেকে বহিস্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ কাউকে কোন বিরাট নেয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয়, তবুও সদাসর্বদা এ আশঙ্কা লেগেই থাকে যে, দাতা কোন সময় আবার নারাজ হয়ে তাকে বের করে দেয়। নিম্নলিখিত হাদীস থেকেও এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেনঃ “জান্নাতবাসীদেরকে বলে দেয়া হবে, এখন তোমরা সবসময় সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। এখন তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না। এখন তোমরা চির যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। এখন হবে চির অবস্থানকারী, কখনো স্থান ত্যাগ করতে হবে না।” [মুসলিমঃ ২৮৩৭] এর আরো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এমন সব আয়াত ও হাদীস থেকে যেগুলোতে বলা হয়েছে জান্নাতে নিজের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্য মানুষকে কোন শ্রম করতে হবে না। বিনা প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রম ছাড়াই সে সবকিছু পেয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ আরেকটি সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নেয়ামত শেষ হবে না এবং জান্নাতীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ট হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়? কুরআনুল কারীম এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাকচ করে দিয়েছেঃ (لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) [সূরা আল-কাহফঃ ১০৮] অর্থাৎ, তারাও সেখান থেকে ফিরে আসার বাসনা কোন সময়ই পোষণ করবে না।

<u>চিরস্থায়ী আবাসন:</u>

দুনিয়ার রাজপ্রাসাদ বা সুখের স্থান থেকেও মানুষকে কোনো না কোনো সময় চলে যেতে হয় (যেমন—উচ্ছেদ, চুক্তি শেষ হওয়া বা মৃত্যু)। কিন্তু আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, জান্নাতীদের সেখান থেকে কখনোই বের (বিমুখেরাজীন) করা হবে না। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

এর আগের আয়াতে (৪৯ নম্বর) আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ঠিক পরেই এই আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাঁর শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক।

"জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর এবং নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" সূরা আল-মায়েদাহ (৫:৯৮)

সূরা গাফির / মুমিন (৪০:৩)"যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও মহাদানশীল। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।"

১৫ : ৫১ وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ

৫১. আর তাদেরকে বলুন, ইবরাহীমের অতিথিদের কথা,

এখানে যে উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম এবং তার সাথে সাথে লূতের সম্প্রদায়ের কাহিনী শুনানো হচ্ছে তা অনুধাবন করার জন্য এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো সমানে থাকা প্রয়োজন। প্রথম দিকে ৭ ও ৮ আয়াতে কাফেরদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতোঃ "যদি তুমি সাচ্চা নবী হয়ে থাকো তাহলে ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে আনছো না কেন?" সেখানে এ প্রশ্নটির নিছক একটি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিলঃ "ফেরেশতাদেরকে আমি এমনি অযথা পাঠাই না, যখনই তাদেরকে পাঠাই সত্য সহকারে পাঠাই।" এখন এখানে এর বিস্তারিত জবাব এ দু' টি কাহিনীর আকারে দেয়া হচ্ছে। এখানে তাদেরকে জানানো হচ্ছে যে, একটি "সত্য" নিয়ে ফেরেশতারা ইবরাহীমের কাছে এসেছিল আবার অন্য একটি "সত্য" নিয়ে তারা এসেছিল লূতের সম্প্রদায়ের কাছে। এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নাও, ঐ দু' টি সত্যের মধ্য থেকে কোনটি নিয়ে ফেরেশতারা তোমাদের কাছে আসতে পারে? একথা সুস্পষ্ট যে, ইবরাহীমের কাছে যে সত্য নিয়ে তারা এসেছিল সেটি লাভ করার যোগ্যতা তোমাদের নেই। এখন কি যে সত্যটি নিয়ে তারা লূতের সম্প্রদায়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি সহকারে তোমরা তাদেরকে আনতে চাও?

১৫ : ৫২ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ

৫২. যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম, তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আমরা তোমাদের ব্যাপারে শংকিত।

ইবরাহীম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামের একটি ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে।

উম্মতে মুসলিমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) পশ্চিম ইরাকের বছরার নিকটবর্তী 'বাবেল' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এই শহরটি পরবর্তীতে সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে জাদুর জন্য বিখ্যাত হয়।

আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লূতকে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেলেন পার্শ্ববর্তী দেশ শাম বা সিরিয়ার অন্তর্গত বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেনআন নামক স্থানে, যা এখন তাঁর নামানুসারে 'খালীল' (الخليل) নামে পরিচিত হয়েছে। ঐ সময় সেখানে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অস্তিত্ব ছিল না।

এখানেই ইবরাহীম (আঃ) বাকী জীবন অতিবাহিত করেন ও এখানেই কবরস্থ হন। এখানে হিজরতের সময় তাঁর বয়স ৮০ থেকে ৮৫-এর মধ্যে ছিল এবং বিবি সারা-র ৭০ থেকে ৭৫-এর মধ্যে। সঙ্গী ভাতিজা লূতকে আল্লাহ নবুঅত দান করেন ও তাকে পার্শ্ববর্তী সমৃদ্ধ নগরী সাদূমসহ পাঁচটি নগরীর লোকদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় ও তিনি সেখানেই বসবাস করেন। ফলে ইবরাহীমের জীবনে নিঃসঙ্গতার এক কষ্টকর অধ্যায় শুরু হয়।

লূত (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনার এক অংশ । লূত (আঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। তাঁর গ্রাম মৃত সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল। আর ইবরাহীম (আঃ) ফিলিস্তীনে বসবাস করতেন। যখন লূত

(আঃ)-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেওয়ার ফায়সালা করে নেওয়া হল, তখন তাদের নিকট ফিরিশতা পাঠানো হল। উক্ত ফিরিশতাগণ লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের নিকট যাওয়ার পথে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট গিয়েছিলেন এবং তাঁকে পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। অন্যত্র ইরশাদ করেছেন আল্লাহ-

আর অবশ্যই আমাদের ফিরিশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এসেছিল, তারা বলল সালাম। তিনিও বললেন, সালাম। অতঃপর বিলম্ব না করে তিনি এক কাবাবকৃত বাছুর নিয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি যখন দেখলেন তাদের হাত সেটার দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করলেন এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতি সঞ্চার হল। তারা বলল, ভয় করবেন না, আমরা তো লুতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আর তার স্ত্রী দাঁড়ানো ছিলেন, অতঃপর তিনি হেসে ফেললেন। অতঃপর আমরা তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম।(সূরা হুদঃ ৬৯-৭১)

আল্লাহ তা'আলা তাকে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেয়ার জন্য তার কাছে কতিপয় ফেরেশেতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একান্ত উদগ্রীব ছিলেন কিন্তু উভয়ে বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যতঃ সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তারা অচিরেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন। তার নামকরণ করা হল ইসহাক। আরো অবহিত করা হল যে, ইসহাক আলাইহিস সালাম দীর্ঘজীবি হবেন, সন্তান লাভ করবেন তার সন্তানের নাম হবে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। উভয়ে নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

ফেরেশতাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। ভূনা গোশত সামনে রাখলেন। কিন্তু তারা ছিলেন ফেরেশতা, পানাহারের উর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তারা সেদিকে হাত বাড়ালেন না। এটা লক্ষ্য করে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আতঙ্কিত হলেন যে, হয়ত এদের মনে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এ ভয়ের কারণ ছিল এই যে, অপরিচিত নবাগতরা খেতে ইতস্তত করলে তাদের নিয়তের ব্যাপারে ইবরাহীমের মনে সন্দেহ জাগে এবং তারা কোন প্রকার শত্রুতার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে কিনা-এ চিন্তা তাঁর মনকে আতংকিত করে তোলে। কারণ আরব দেশে কোন ব্যক্তি কারোর মেহমানদারীর জন্য আনা খাবার গ্রহণ না করলে মনে করা হতো সে মেহমান হিসেবে নয় বরং হত্যা ও লুটতরাজের উদ্দেশ্যে এসেছে। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা' দী]

ফেরেশতাগণ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অমূলক আশঙ্কা আন্দাজ করে তা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানালেন যে "আপনি শঙ্কিত হবেন না" আমরা আল্লাহর ফেরেশতা। আপনাকে একটি সুসংবাদ দান করে ও অন্য একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে লুত আলাইহিস সালামের কাওমের উপর আযাব নাযিল করা। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী সারা' পদার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন। বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সুখবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন এহেন বৃদ্ধ বয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে। আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন তুমি আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছ? তার অসাধ্য কিছুই নেই। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রভূত রহমত এবং অফুরন্ত বরকত রয়েছে।

قَالُوۡا لَا تَوۡجَلۡ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِیۡمٍ ৫৩ : ১৫

৫৩. তারা বলল, ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।

قَالَ اَبَشَّرۡتُمُوۡنِیۡ عَلٰۤی اَنۡ مَّسَّنِیَ الۡکِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوۡنَ ৫৪ : ১৫

৫৪. তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?

قَالُوۡا بَشَّرۡنٰکَ بِالۡحَقِّ فَلَا تَکُنۡ مِّنَ الۡقٰنِطِیۡنَ ৫৫ : ১৫

৫৫. তারা বলল, আমরা সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি; কাজেই আপনি হতাশ হবেন না।

قَالَ وَ مَنۡ یَّقۡنَطُ مِنۡ رَّحۡمَۃِ رَبِّہٖۤ اِلَّا الضَّآلُّوۡنَ ৫৬ : ১৫

৫৬. তিনি বললেন, যারা পথভ্রষ্ট তারা ছাড়া আর কে তার রবের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জায়গায় মুমিনদের হতাশ না হওয়ার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। "বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। সূরা জুমার (৩৯:৫৩

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ প্রশ্নটি ছিল অতিশয় আশ্চর্য থেকে। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আর আমার স্ত্রীও বৃদ্ধা সুতরাং কিভাবে আমাদেরকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন? [বাগভী]

এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, যা অন্যথা হবার কথা নয়। তাছাড়া তিনি সকল কাজে ক্ষমতাবান। তাঁর জন্য কোন কাজই অসম্ভব নয়। সন্তানের সুসংবাদে ইবরাহীম আ আশ্চর্য হয়েছিলেন, বিমূঢ়তা প্রকাশ করেছিলেন তা একমাত্র আমার বৃদ্ধ হওয়ার কারণে। এমন নয় যে, আমি আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ। আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া পথভ্রষ্ট লোকেদের কাজ।

قَالَ فَمَا خَطۡبُکُمۡ اَیُّهَا الۡمُرۡسَلُوۡنَ ৫৭ : ১৫

৫৭. তিনি বললেন, হে প্রেরিত (ফেরেশতা) গণ! তোমাদের আর বিশেষ কি উদ্দেশ্য আছে?

হযরত ইবরাহীমের (আ) এ প্রশ্নটি থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, ফেরেশতারা সব সময় অস্বাভাবিক অবস্থায়ই মানুষের আকৃতি ধরে আসেন এবং বড় বড় ও গুরুতর ধরনের অভিযানেই তাদেরকে পাঠানো হয়। ইবরাহীম (আঃ) ফিরিশতাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা শুধু সন্তানের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসেননি, বরং তাঁদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু। সেই জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

قَالُوۡۤا اِنَّاۤ اُرۡسِلۡنَاۤ اِلٰی قَوۡمٍ مُّجۡرِمِیۡنَ ৫৮ : ১৫

৫৮. তারা বলল, নিশ্চয় আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে–

إِلَّآ اٰلَ لُوۡطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ৫৯ : ১৫

৫৯. তবে লুতের পরিবারের বিরুদ্ধে নয়, আমরা তো অবশ্যই তাদের সবাইকে রক্ষা করবো,

اِلَّا امۡرَاَتَهٗ قَدَّرۡنَاۤ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الۡغٰبِرِيۡنَ ৬০ : ১৫

৬০. কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি যে, নিশ্চয় সে পিছনে অবস্থানকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত।

লুত জাতির এলাকা সাদূমকে বুঝানো হয়েছে। [বাগভী; মুয়াস্‌সার] ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ সময় ফিলিস্তিনের বর্তমান আল খলীল শহরে থাকতেন। এ শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে মৃত্যসাগরের অংশ রয়েছে। সেখানে পূর্বে বাস করতো লুত জাতির লোকেরা এবং বর্তমানে এ সমগ্র এলাকা রয়েছে সাগরের পানির তলায়।

যখন ফেরেশতারা প্রকাশ করলেন যে তারা মূলত লূত (আ.)-এর জাতিকে ধ্বংস করতে যাচ্ছেন, তখন পরম দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের নবী ইব্রাহীম (আ.) তাদের সাথে তর্ক বা অনুনয়-বিনয় (বিতর্ক) শুরু করেন।

‘‘আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ ইবরাহীমের কাছে আসল, তারা বলেছিল, নিশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করব, এর অধিবাসীরা তো যালিম।

ইবরাহীম বললেন, এ জনপদে তো লুত রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কারা আছে, তা আমরা ভাল করে জানি, নিশ্চয় আমরা লূতকে ও তার পরিজনব্‌গৰকে রক্ষা করব, তার স্ত্রীকে ছাড়া; সে তো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত’’। সূরা আল-আনকাবূত (আয়াত ৩১-৩২)

ইব্রাহীম (আ.)-এর তর্কের প্রেক্ষাপট ও কারণ

কোমল স্বভাব ও উম্মতের প্রতি দয়া:

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল, কোমলহৃদয় ও আল্লাহ-মুখী।" (সূরা হূদ: ৭৫)। তাই কোনো একটি জাতির ওপর এমন ভয়াবহ আজাব আসুক, তা তিনি চাননি। তিনি আশা করেছিলেন, হয়তো তারা আরও কিছুটা সময় পেলে তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসবে।

ভাতিজা লূত (আ.)-এর জন্য উদ্বেগ:

হযরত লূত (আ.) ছিলেন ইব্রাহীম (আ.)-এর আপন ভাতিজা। আজাবের কথা শুনে ইব্রাহীম (আ.) চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, লূত (আ.)-এর কী হবে।

ঈমানদারদের সংখ্যা নিয়ে যুক্তি:

হযরত ইব্রাহীম (আ.) ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, "যদি সেই জনপদে চারশত বা তিনশত ঈমানদার ব্যক্তি থাকে, তবুও কি তোমরা তা ধ্বংস করবে?" ফেরেশতারা বললেন, "না।" এভাবে সংখ্যা কমাতে কমাতে তিনি যখন জিজ্ঞেস করলেন, "যদি সেখানে মাত্র একজনও ঈমানদার থাকে?" ফেরেশতারা বললেন, "তবুও

ধ্বংস করব না।" কিন্তু ইব্রাহীম (আ.) ভালো করেই জানতেন যে লূত (আ.)-এর পরিবার (তাঁর স্ত্রী ছাড়া) ব্যতীত সেখানে আর কোনো ঈমানদার নেই।

আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা ও ফেরেশতাদের জবাব

ইব্রাহীম (আ.)-এর এই ব্যাকুলতার জবাবে ফেরেশতারা আল্লাহর চূড়ান্ত আদেশ পুনর্ব্যক্ত করে তাঁকে অনুনয় বন্ধ করতে বলেন। সূরা হূদে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে ইব্রাহীম! এ থেকে বিরত হও। তোমার রবের আদেশ এসে গেছে এবং তাদের ওপর এমন এক আজাব আসছে, যা আর ফেরানো যাবে না।" (সূরা হূদ: ৭৬)অর্থাৎ, লূত (আ.)-এর জাতির পাপের সীমা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তাদের অবকাশ দেওয়ার সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল। ফলে ইব্রাহীম (আ.) শান্ত হন এবং ফেরেশতারা লূত (আ.)-এর জনপদের দিকে রওনা হন।

লুত আ এর স্ত্রী মহিলা সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, লুতের এই স্ত্রী তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। এ জন্য তার ব্যাপারে এ ফায়সালা করা হয় যে, একজন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্বেও তা তার কোন কাজে লাগবে না।

আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তারা আমার দুই সৎ বান্দার অধীনে ছিল, কিন্তু তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত আল্লাহর আজাব থেকে তাদের বিন্দুমাত্র রক্ষা করতে পারল না এবং তাদের বলা হলো—তোমরা উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে প্রবেশ করো।" (সূরা আত-তাহরীম: ১০)

যেহেতু আল্লাহর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা হয় তার ঈমান ও চরিত্রের ভিত্তিতে, তাই নবীর স্ত্রী হওয়ায় তার কোন লাভ হয়নি। তার পরিণাম তার স্বামীর অনুরূপ হয়নি। বরং যে জাতির ধর্ম ও চরিত্র সে গ্রহণ করে রেখেছিল তার অনুরূপ হয়েছিল। সে তার কাওমের কুফরিকে সমর্থনা করছিল এবং তাদের সীমালঙ্ঘনকে সহযোগিতা করে যাচ্ছিল। [দেখুন: ইবন কাসীর]